সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2005

পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

আলোকপাত

শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ কোন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে এ শিক্ষাসেবা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তারপরও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই অবহেলিত। অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। যদিও আসেন তাও আবার আগেভাগে চলে যান এবং ঠিকমত ক্লাস নেন না। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষা অফিসাররা নিয়মিত তাদের তদারকি করেন না এবং এক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণও সক্রিয় নয়।

মূলত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রতি ২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে শিশুদের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে একটি প্রাথমিক অধিদপ্তর আছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ওই অধিদপ্তরের প্রধান। এছাড়া কয়েকজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আছেন, যারা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করে থাকেন।

সেবার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত একটি সার্কুলার (২১ মে, ১৯৯৮) মাধ্যমে বলা হয়েছে, শিক্ষা আন্দোলন নামে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। বাস্তবে, স্থায়ী কমিটি দুটো গঠন হবে- একটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি এবং অন্যটি ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় কমিটি, যা সরকারি কর্মকর্তা, জনগণ এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থার সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে। এ কমিটি শুধু সমন্বয় করবে। অধিকন্তু কমিটিতে [illegible] সদস্যই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দ্বারা মনোনীত হয়। কমিটিটি করা হয় [illegible] সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি [illegible] হচ্ছে কি না এবং নিজ নিজ [illegible]দের কাজের ওপর নজর রাখবে। তবে এ.ও. গঠন [illegible] সংসদীয় [illegible] উদ্দেশ্যে, ইউপির মাধ্যমে [illegible]

এটাকে কোনক্রমেই সংসদের স্থায়ী কমিটির সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নেতাদের সবসময় সেবার মানের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। এটা সম্ভব স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে [সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ (এইচ) এবং অনুচ্ছেদ (এম) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩]। ইউনিয়ন পরিষদে শিক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কি না সেটা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ জাতীয় এসেম্বলিতে স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ গঠন করা হয়, যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ের কার্যাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই করে। সাধারণভাবে এটাই প্রত্যাশা করা হয়, ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহও যথাযথ তদারকি ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের এলাকার জনগণের জন্য মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ কমিটিগুলো জনগণের সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তারা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না তার তত্ত্বাবধায়নমূলক কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করবে। এর মধ্যে স্কুলের সময়সূচি এবং ছাত্রদের হাজিরা, শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার, পুস্তক বন্টন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান ইত্যাদি, যাতে তারা সেবা প্রদানের কাজটি চলমান এবং অনুসরণীয় করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মৌলিক সেবা প্রদানমূলক কাজসমূহের তদারকি করা তাদের নাগরিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গণতান্ত্রিক রীতি হলো জনগণ যাতে ভাল সেবা পায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে সজাগ থাকবে।

সব ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকর করতে ন্যাশনাল ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (এনইউপিএফ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে: ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করা এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোকে কার্যকর করা উচিত। এনইউপিএফ শিশু শিক্ষার অধিকারের ওপর গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে, ত্রুটিপূর্ণ সমন্বয় ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবং শিক্ষাসেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের তদারকি ও মূল্যায়ন করতে, স্থানীয় সরকার উদ্যোগের সহায়তায় এনইউপিএফ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সব অদক্ষতাকে দূর করতে পারে, এনইউপিএফ উপজেলা এবং জেলা কমিটিসমূহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা দিতে পারে।

শিশুদের মধ্যে যথার্থ শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করা এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া শিক্ষাসেবা প্রদানকে তদারকি করার জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব দিয়ে অবশ্যই গঠন করা উচিত। যদি কমিটি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সেবা খাতকে তদারকি এবং তত্ত্বাবধান করে তবে জনগণ নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাবে, জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বাচ্চাদের জন্য মৌলিক শিক্ষা সেবা প্রদানকে সহজলভ্য করতে অধিক সতর্ক থাকবে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদানকৃত সেবাসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ এবং নাগরিক তদারকির জন্য একটি কার্যকর কৌশল তৈরি করতে পারবে, শিক্ষাসেবা প্রদানকারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিতা থাকবে এবং সেবা প্রদানের বিধান বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

❑ আফসানা রিফাত